20-6-41
এপার ওপার
নিউ টকীজের প্রথম অর্ঘ্য

নিউ টকীজের

অভিনব চিত্রার্ঘ্য

চিত্র পরিবেশক

—কপুরচাঁদ লিমিটেড—

সংগঠনকারিগন

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	...	সুকুমার দাশ গুপ্ত চিত্ত বসু
কাহিনী	...	শ্রীকান্ত সেন
সংলাপ	...	মণি বর্ম্মা
গান	...	অজয় ভট্টাচার্য্য পান্নালাল শ্রীবাস্তব
সুরশিল্পী	...	বিনোদ গাঙ্গুলী
চিত্রশিল্পী	...	বিদ্যাপতি ঘোষ বিভূতি লাহা
শব্দযন্ত্রী	...	যতীন দত্ত
চিত্র সম্পাদক	...	সন্তোষ গাঙ্গুলী
চিত্র পরিস্ফুটক	...	কৃষ্ণকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়
শিল্প নির্দ্দেশক	...	শৈলেন দে
কারুশিল্পী	...	রাজমোহন মণ্ডল
স্থির চিত্রশিল্পী	...	সুবোধ দত্ত
তাড়িৎ নিয়ন্ত্রণকারী	...	ধীরেন চট্টোপাধ্যায়
প্রবর্দ্ধক	...	সুধীর দাস

সহকারীগন

পরিচালনায়	...	অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়
সুরশিল্পে	...	সুজিত নাথ ও বিশু শীল
চিত্রশিল্পে	...	মন্টু পাল ও সুশান্ত মুখার্জ্জি
শব্দযন্ত্রে	...	গোবিন মল্লিক ও অমিয় মজুমদার
চিত্র সম্পাদনায়	...	কমল গাঙ্গুলী
চিত্র পরিস্ফুটনায়	...	গোপাল গাঙ্গুলী, শ্যাম মুখার্জ্জি নরেশ চক্রবর্ত্তী, সুরেন রায়, মণি দে, অধীর দাস ও সত্য মণ্ডল
স্থির চিত্রশিল্পে	...	ফণী রায়
ব্যবস্থাপনায়	...	প্রবোধ পাল

ফিল্ম প্রোডিউসার্স লিঃ ষ্টুডিওতে
আর, সি, এ, ফটোফোন শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ভূমিকায়

অহীন্দ্র চৌধুরী	...	শঙ্কর
ধীরাজ ভট্টাচার্য্য	...	প্রবীর
ছবি বিশ্বাস	...	রমেন দত্ত
সত্য মুখার্জ্জি	...	ডাক্তার
শৈলেন পাল	...	অজয়
কানু বন্দ্যো (এঃ)	...	চরণ
নৃপতি চ্যাটার্জ্জি	...	পণ্ডিত
সমর ঘোষ		শ্রমিক সর্দ্দার
প্রফুল্ল মুখো	...	হীরু
সত্যেন ঘোষাল, বিমল ঘোষ,		
বিজয় মজুমদার, বঙ্কিম রায়,		
সুধাংশু মিত্র, শ্যাম দত্ত		

—প্রভৃতি—

মেনকা	...	সুতপা
সুপ্রভা মুখার্জ্জি		কল্যাণী
মণিকা গাঙ্গুলী	...	বিনীতা
পান্না	...	সুষমা
পারুল	...	চরণের স্ত্রী
রাধা	...	হীরুর স্ত্রী

গল্প

এপারে কলোনী·········

ওপারে মিল············

এই মিল ও কলোনীর মধ্যে বাস করে যারা—তাদেরই জীবন-ইতিহাসের এক অধ্যায় নিয়ে গড়ে উঠেছে এই কাহিনী।

রমেন দত্ত মিলের সর্ব্বেসর্ব্বা। সামান্য কর্ম্মচারী থেকে বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও কর্ম্মদক্ষতার গুণে আজ তিনি যশের উচ্চতম শিখরে আরোহন করেছেন। মানুষের যা কাম্য—অর্থ, যশ ও খ্যাতি—রমেন দত্ত এ জিনিষগুলি পুরা মাত্রাতেই পেয়েছেন। বিপত্নীক রমেন দত্ত কর্ত্তব্যকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন করে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর হৃদয়ে স্নেহ, দয়ামায়ার কোন স্থান ছিল না, শুধু তাঁর ছেলে প্রবীরকেই যা তিনি একটু ভালবাসতেন। চলার প্রয়োজনে রাস্তা পাকা করে গাঁথা তাঁর প্রয়োজন—এবং তার জন্যে ইট পাথরের টুক্‌রোগুলো যদি

পিষে গুঁড়িয়ে যায় তাতে ক্ষতি কি ?

এপারের কলোনীর প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করবাবু। ওপারের মিলে তিনি কাজ কোরতেন। মিলের এক দুর্ঘটনায় তাঁর পা কাটা যায়। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মিল থেকে কিছু টাকা পেয়ে তিনি একটি আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলেন। গরীব কুলি মজুরদের অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই কলোনীর প্রতিষ্ঠা করেন !

শঙ্করের এই মহান প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য আপ্রাণ সাহায্য করেছিলেন আর দু'টি মহিলা— কল্যাণী ও সুতপা। প্রথম যৌবনে শঙ্কর কল্যাণীকে ভালোবেসেছিলেন কিন্তু সামাজিক অনুশাসনের জন্যে তাঁদের এ ভালবাসা বিবাহে পর্য্যবসিত হতে পারেনি। শিবেন নামে কারখানার একজন কর্ম্মচারীর সঙ্গে কল্যাণীর বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের কয়েক বছর পরেই সুতপা ও বিনীতা নাম্নী দু'টি মেয়েকে রেখে শিবেন কারখানার এক দুর্ঘটনায় মারা যায়।

ভিন্ন মত ও পন্থাবলম্বী রমেন দত্ত ও শঙ্করের মধ্যে প্রথম মনোমালিন্যের সূত্রপাত হল শিবেনের মৃত্যুর

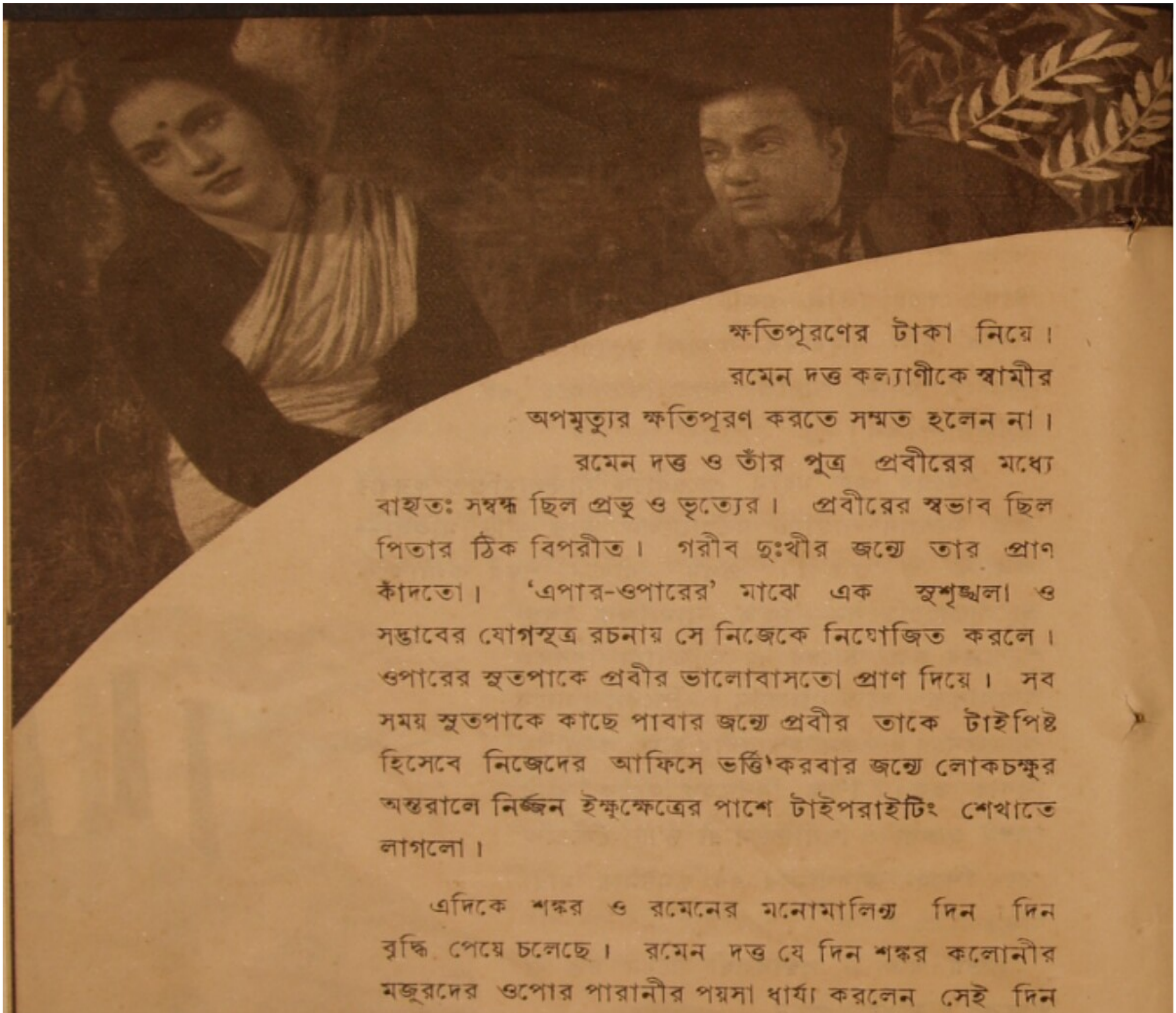

ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে।
রমেন দত্ত কল্যাণীকে স্বামীর
অপমৃত্যুর ক্ষতিপূরণ করতে সম্মত হলেন না।
রমেন দত্ত ও তাঁর পুত্র প্রবীরের মধ্যে
বাহ্যতঃ সম্বন্ধ ছিল প্রভু ও ভৃত্যের। প্রবীরের স্বভাব ছিল
পিতার ঠিক বিপরীত। গরীব দুঃখীর জন্যে তার প্রাণ
কাঁদতো। 'এপার-ওপারের' মাঝে এক সুশৃঙ্খলা ও
সদ্ভাবের যোগসূত্র রচনায় সে নিজেকে নিযোজিত করলে।
ওপারের সুতপাকে প্রবীর ভালোবাসতো প্রাণ দিয়ে। সব
সময় সুতপাকে কাছে পাবার জন্যে প্রবীর তাকে টাইপিষ্ট
হিসেবে নিজেদের আফিসে ভর্ত্তি করবার জন্যে লোকচক্ষুর
অন্তরালে নির্জ্জন ইক্ষুক্ষেত্রের পাশে টাইপরাইটিং শেখাতে
লাগলো।

এদিকে শঙ্কর ও রমেনের মনোমালিন্য দিন দিন
বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। রমেন দত্ত যে দিন শঙ্কর কলোনীর
মজুরদের ওপোর পারানীর পয়সা ধার্য্য করলেন সেই দিন
থেকে শঙ্করের সঙ্গে তাঁর প্রথম সংঘর্ষের সূত্রপাত হ'ল।
গরীবদের ওপোর এই অহেতুক জুলুমের প্রতিকার করবার
জন্যে শঙ্কর রমেন দত্তের কাছে আবেদন জানালেন কিন্তু
তার কোন ফল হ'ল না। এই প্রসঙ্গে শঙ্কর রমেন দত্তকে
শিবেনের অপমৃত্যুর ক্ষতিপূরণের টাকার কথাটাও স্মরণ
করিয়ে দিলেন। এই ব্যাপারে রমেন দত্তের অন্যায় জিদ
আরও বেড়ে গেলো।

এর পরই কয়েক দিনের মধ্যে এই পারাপারের ব্যাপার
নিয়ে মজুরদের সঙ্গে ইজারাদারদের এক দাঙ্গা বেধে গেল।
এই দাঙ্গার ফলে দু'পক্ষের বহুলোক জখম হ'লো। পুলিস

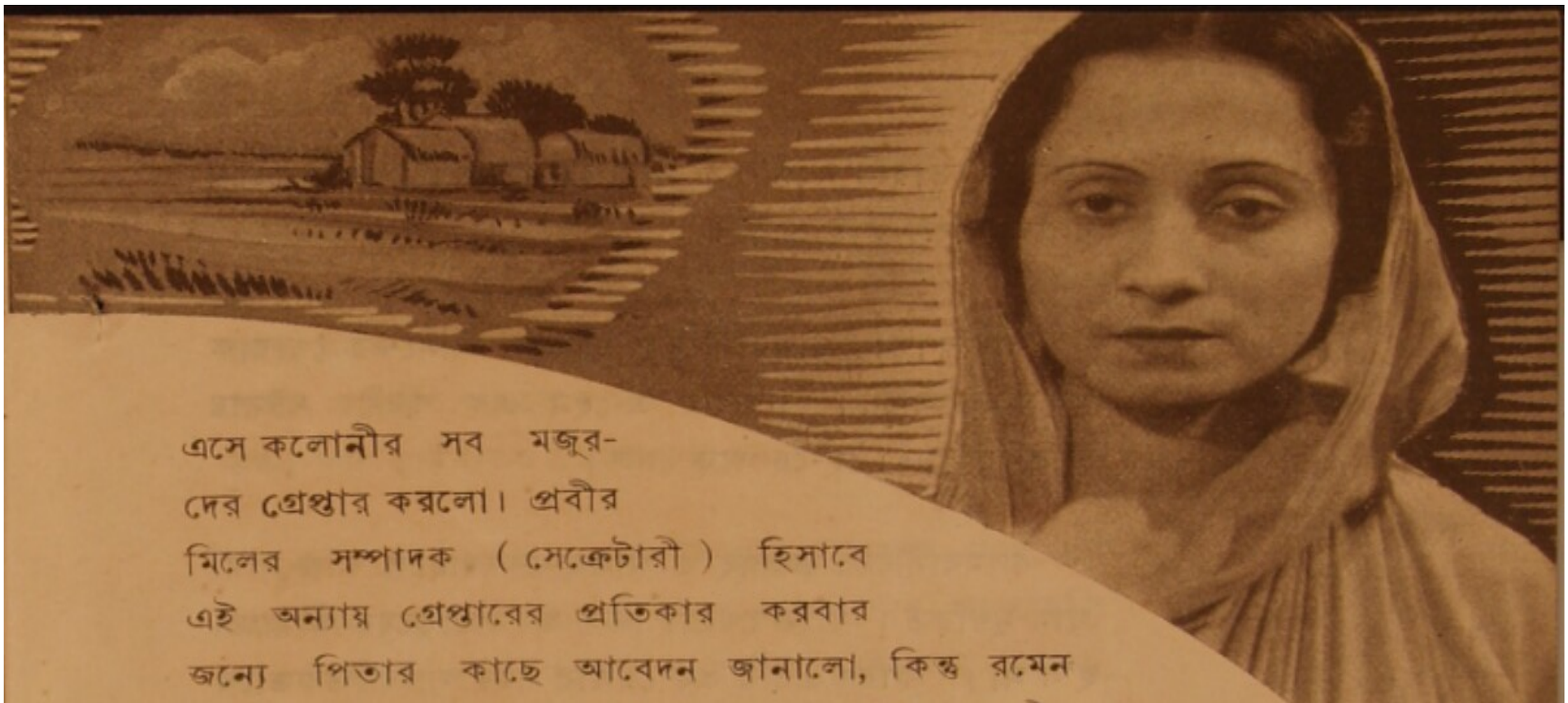

এসে কলোনীর সব মজুর-
দের গ্রেপ্তার করলো। প্রবীর
মিলের সম্পাদক (সেক্রেটারী) হিসাবে
এই অন্যায় গ্রেপ্তারের প্রতিকার করবার
জন্যে পিতার কাছে আবেদন জানালো, কিন্তু রমেন
দত্ত এ কথায় কর্ণপাত করলেন না। তখন প্রবীর
অনন্যোপায় হয়ে মজুরদের জামীনে খালাস করার ব্যবস্থা
করলো। রমেন দত্ত প্রবীরের এ আচরণের বিরুদ্ধে
কৈফিয়ৎ তলব করলেন। প্রবীর বললে যে সে মিলের
সেক্রেটারী হিসাবে তার কর্ত্তব্য পালন করেছে মাত্র।
রমেন দত্ত এ কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, তাই
প্রবীর নিরুপায় হয়ে তাদের লোক-দেখানো জরিমানা
করলো। কিন্তু জরিমানার টাকাটা সে নিজেই তার পকেট
থেকে দিয়ে দিলে। এতে মজুররা প্রবীরকে ভুল বুঝলে।
কিন্তু শঙ্কর ও সুতপা প্রবীরের এই মহানুভবতায়
আন্তরিক খুসী হলেন।

এইভাবে এপার-ওপারের অবিরাম দ্বন্দ্বের
ভিতর দিয়ে দিন কাটতে থাকে।

এদিকে বাৎসরিক বাইচ খেলার দিন এসে পড়লো।
প্রবীর ও অজয় বাইচ খেলায় প্রতি বৎসরই যোগ
দেয় অজয় শঙ্করের ভাইপো। মাতৃভূমি
ছাড়া আর কোন চিন্তা অজয়ের মনে স্থান পায় না।
দেশের উন্নতি, লোক শিক্ষা—এই সব ব্যাপার নিয়েই সে
সব সময় মেতে থাকে। একদিন সুতপা প্রবীরকে রহস্য
করে বললে যে, এবার অজয় বা প্রবীর যে বাইচ খেলায়

জিতবে তারই কণ্ঠে সে বরমাল্য দেবে। প্রবীর হেসে বললে, 'বেশ তাই হবে'।

সাধারণতঃ গ্রামবাসীদের জীবনে আনন্দের খোরাক খুব কমই আসে। সুতরাং এ-হেন এক স্মরণীয় ঘটনায় চারিদিকে মহা হৈ-চৈ পড়ে গেল।

গ্রামবাসীদের উৎসাহ ও আনন্দ-কোলাহলে আজ সারা গ্রাম মুখরিত। বাইচ খেলায় কিন্তু জয় পরাজয়ের মীমাংসা হ'ল না। কারণ প্রবীর এই খেলার সময় সাংঘাতিকভাবে আহত হল। অজয়ের সামান্য অসাবধানতায় এই কাণ্ড ঘটলো। রমেন দত্তের কানে যখন এ খবর পৌছল তখন তিনি কলোনীর প্রত্যেক লোককে কঠোর শাস্তি দেবার সঙ্কল্প করলেন। তিনি মিলের মালিক, আর তাঁর ছেলেকে কিনা তাঁরই অধীনস্থ মজুররাই আঘাত করলো! এ তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তাদের ওপোর তিনি প্রথম আঘাত হানলেন মিল থেকে তাদের বরখাস্ত করে দিয়ে।

অজয় মনে ভাবে, একজন লোকের ভুলের জন্য এত লোকের এ রকম সর্ব্বনাশ! সে নিরীহ ও নির্দ্দোষী মজুরদের বাঁচাবার জন্য সুতপাকে নিয়ে অসুস্থ প্রবীরের কাছে নিজের এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্যে ক্ষমা চাইতে গেল। প্রবীর হেসে বললে যে দোষ যখন তার নয়, তখন ক্ষমা চাইবারও কোন হেতু নেই।

শঙ্কর এপারের মজুরদের উত্তেজিত করতে লাগলো। কলোনীর মজুরদের বরখাস্ত করার জন্য তাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে শঙ্কর তাদের মনে মিলের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বেলে দিলে।

কয়েকদিনের মধ্যে প্রবীর সুস্থ হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে প্রবীরের চেষ্টায় সুতপা টাইপ-রাইটিঙে বেশ কিছু দক্ষতা অর্জ্জন করেছে। সুতপাকে সব সময় কাছে পাবার জন্যে প্রবীর মিলের অফিসে তাকে টাইপিষ্ট নিযুক্ত করার প্রস্তাব করলো। রমেন দত্ত প্রবীর ও সুতপার অন্তরঙ্গতা কোন দিন সমর্থন করতেন না। তাই টাইপিষ্ট নিযুক্ত করার প্রস্তাবে

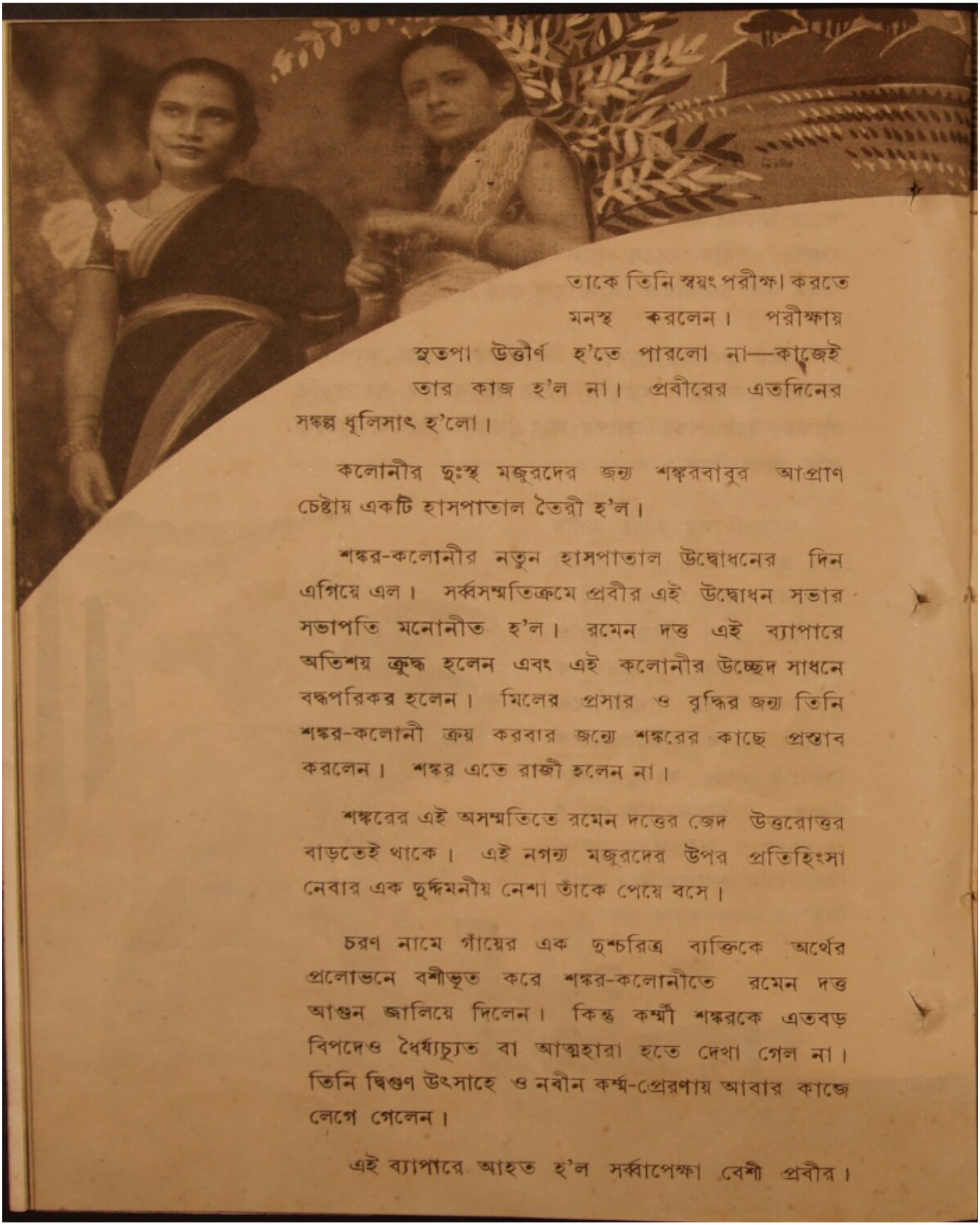

তাকে তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করতে মনস্থ করলেন। পরীক্ষায় সুতপা উত্তীর্ণ হ'তে পারলো না—কাজেই তার কাজ হ'ল না। প্রবীরের এতদিনের সঙ্কল্প ধূলিসাৎ হ'লো।

কলোনীর দুঃস্থ মজুরদের জন্য শঙ্করবাবুর আপ্রাণ চেষ্টায় একটি হাসপাতাল তৈরী হ'ল।

শঙ্কর-কলোনীর নতুন হাসপাতাল উদ্বোধনের দিন এগিয়ে এল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রবীর এই উদ্বোধন সভার সভাপতি মনোনীত হ'ল। রমেন দত্ত এই ব্যাপারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন এবং এই কলোনীর উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হলেন। মিলের প্রসার ও বৃদ্ধির জন্য তিনি শঙ্কর-কলোনী ক্রয় করবার জন্যে শঙ্করের কাছে প্রস্তাব করলেন। শঙ্কর এতে রাজী হলেন না।

শঙ্করের এই অসম্মতিতে রমেন দত্তের জেদ উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। এই নগন্য মজুরদের উপর প্রতিহিংসা নেবার এক দুর্দ্দমনীয় নেশা তাঁকে পেয়ে বসে।

চরণ নামে গাঁয়ের এক দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে অর্থের প্রলোভনে বশীভূত করে শঙ্কর-কলোনীতে রমেন দত্ত আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। কিন্তু কর্ম্মী শঙ্করকে এতবড় বিপদেও ধৈর্য্যচ্যুত বা আত্মহারা হতে দেখা গেল না। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে ও নবীন কর্ম্ম-প্রেরণায় আবার কাজে লেগে গেলেন।

এই ব্যাপারে আহত হ'ল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রবীর।

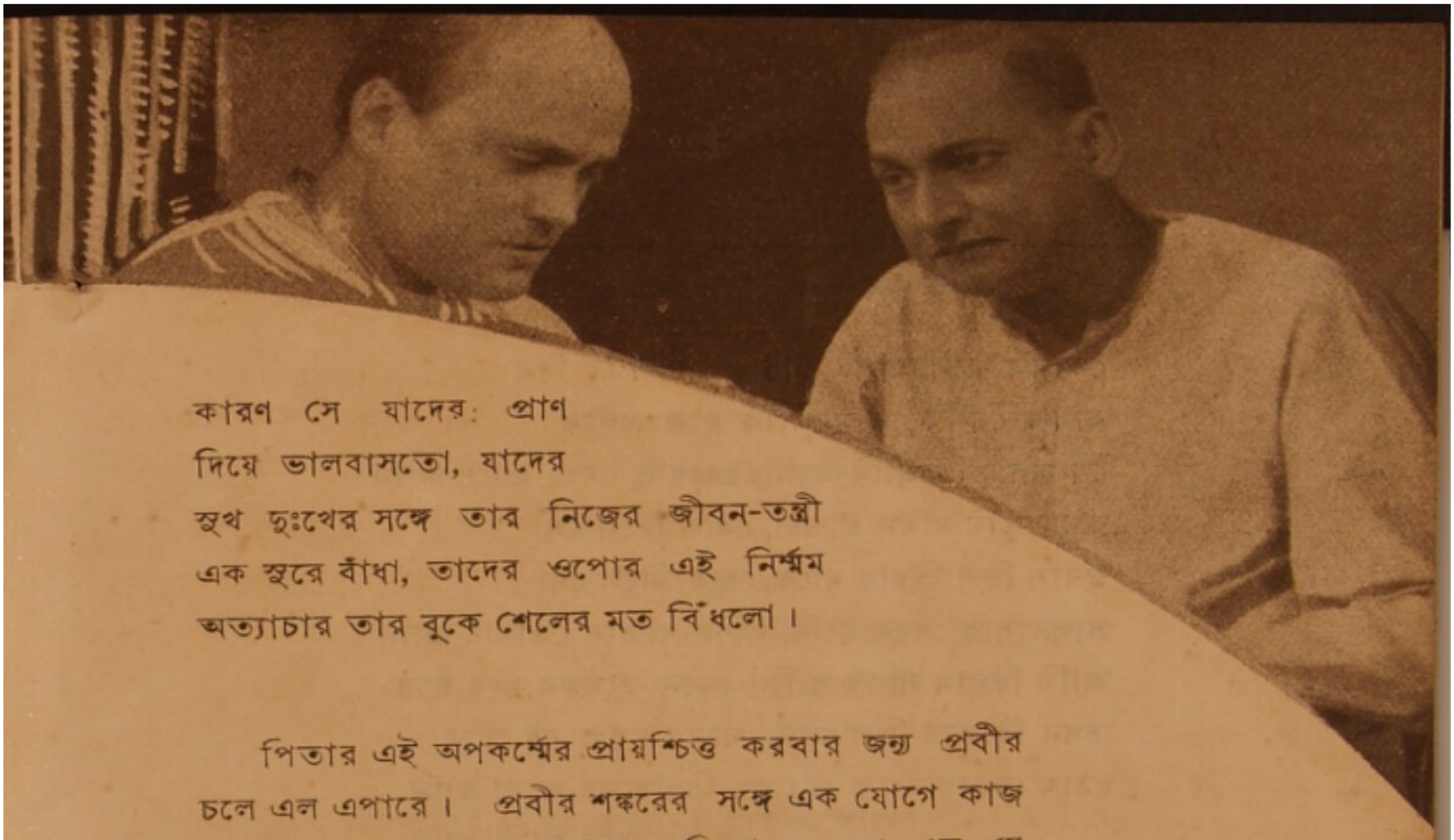

কারণ সে যাদের প্রাণ
দিয়ে ভালবাসতো, যাদের
সুখ দুঃখের সঙ্গে তার নিজের জীবন-তন্ত্রী
এক সুরে বাঁধা, তাদের ওপোর এই নির্ম্মম
অত্যাচার তার বুকে শেলের মত বিঁধলো।

পিতার এই অপকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য প্রবীর চলে এল এপারে। প্রবীর শঙ্করের সঙ্গে এক যোগে কাজ করতে লাগলো। আসবার সময় পিতাকে বলে এল যে যদি কোনদিন সে এপার-ওপারের আগুন নেবাতে পারে তবেই সে ফিরবে, নচেৎ নয়।

সকলের অদম্য উৎসাহে ও অপরিসীম কর্ম্মশক্তির ফলে শঙ্কর-কলোনী আবার গড়ে উঠ্‌লো। সকলের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। সে হাসি যেন বর্ষণক্লান্ত শ্রাবণ-আকাশে খণ্ড মেঘের ফাঁকে বহু-ঈপ্সিত সূর্য্য-রশ্মি।

কিন্তু রমেন দত্তর যে দিন ভুল ভাঙ্‌লো সেদিন থেকে তাঁর জীবনে মহা-পরিবর্ত্তন সুরু হ'লো। তার পর কি ক'রে তিনি তাঁর জীবন-ব্যাপী ভুল সংশোধন করলেন এবং অন্যান্য চরিত্রগুলির কি রকম নাটকীয় পরিণতি ঘটলো তা আমরা আগে থেকে বলে এরি মধ্যে আপনার কৌতূহলের নিবৃত্তি করতে চাই না। ছবির পর্দ্দায় তা আপনারা নিজেরা দেখে উপভোগ করুন।

* * * *

গান

কোমল ফুলে একটি কাঁটা জাগলো যে দিন
ব্যথায় সে কি, আনন্দে কি হলো রঙ্গীন্
সে ফুল তুমি জানি জানি, রেখেছি মোর প্রাণে আনি
কখন তুমি দখিন হাওয়া, দোল দিলে গো
সুবাস ছিল হিয়ার মাঝে, তাই নিলে গো
ভালবাসার বেদন হানি, দখিন বাতাস তোমায় জানি।
আমি দিলাম সাগর পাড়ি, কোন সুমেরুর পার হতে
তখন কি হায় ছিল জানা, মনের মুকুল এই পথে
হঠাৎ চেনার মাঝে হোলো, চিরদিনের জানা জানি
সে ফুল তুমি জানি জানি
ধূলি মাখা সোণার মতন ছিন্ন পথের ধারে
সওদাগরের ডিঙ্গি এলো, আমার নদীর পারে
আপন করে নিল টানি
দখিন বাতাস জানি জানি ॥

—অজয়

চিড়ে গুড় নারিকেল
তেল মাখা মুড়ি গো
ভাজা আর ভিজে ছোলা
ভর্ত্তি এ ঝুড়ি গো।
নাড়ু আর মুড়কি-ও
চাও যদি তাই নিও
কাঁচকলা? তা-ও আছে;
ঘরে ঘরে ঢুঁড়ি গো।

—অজয়

পিয়াল বনের ছায়া
ছড়ায় যেথা মায়া
সে পথ মোরা চিনি
আমরা বিদেশিনী গো—
নূতন পশারিণী।
দামের সওদা এ যে
পারবে না তো নিতে
চাইলে পরে তবু
অমনি পারি দিতে
হীরা মতি কত
আছে মনের মত
বাজে রিণি ঝিনি
আমরা বিদেশিনী।

—অজয়

আমার, মন-ভুলানো কাজ-ভাঙ্গানো
বাঁশী ওরে বাজিস্ কোথায়—
আমার, একার লাগি' একটি মানুষ
একলা বসি' কাঁদে যেথায়—
আমি, শুনি ধ্বনি সকাল সাঁঝে
কার নয়নের কান্না আনি',
দিলি আমার নয়ন মাঝে!
ও কার সুখের গাঁথা ফুলের মালা
আমার লাগি' ঝরে ব্যথায়?
ওরে যেপথ গেছে সেই না দেশে,
নাওরে আমায় সুরের রেশে—
আমার মন গিয়েছে কখন্ উড়ে
আমিই শুধু আছি হেথায়॥

—অজয়

ভাদরের ভরা নদী আদরের মেয়ে যেন
ছুট্‌লো রে।

কল কল হাস্তে
ছল ছল লাস্তে
চঞ্চল বিজলী কি ফুট্‌লো রে।
ঝাউবন ছাড়িয়ে
আপনারে হারিয়ে
চল্‌লো সে
কোন্ কথা বল্‌লো সে ?

বল্‌লো কি ফিরে এসে
আসিনু ঘুর্ণিবেশে
তোমাদের এই তীরে,
সাপের ফণার মত
বন্যা সে আনে কত
সব কিছু নিবে কি রে ?
পাতার কুটীরগুলি
ভেসে যায় দুলি' দুলি'
ভাঙ্গনের খেলা মেতে উঠ্‌লো রে !
ঘরের বাঁধন বুঝি টুট্‌লো রে !

—অজয়

গেল সে বকুল তল দিয়া
আঁখির আড়ালে গেল হায়,
বুঝিনি সে-যাওয়া চির-যাওয়া
চেতনা জড়ালো বেদনায়।
স্মরণ মাখান তরুতল
আজিও রয়েছে ফুলদল
ভুলিতে ভুলিনু সব কিছু
তবু না ভুলিনু দেবতায়।
বাঁশরী গেয়েছে গীতিশেষ
গোপনে রয়েছে আজো রেশ
বিরহ লয়েছি প্রাণে তুলে
তবু কি মিলন আশা তায় ?

—অজয়

অনেক দেখায় দেখিনি হায় যারে
সে বুঝি আজ আসে হৃদয়-দ্বারে
অদেখারই পারে।
নানা রঙের ঢেউয়ের মাঝে
রঙীন আমার ছিল না যে—
নিবিড় হয়ে দিবে ধরা, গভীর অন্ধকারে
অদেখারই পারে॥

—অজয়

বিদেশীরে উদাসীরে
ফিরে তুমি যাও
এ ঘাটে ভিড়ায়ো না'
তোমার সাধের নাও
এদেশ যে বিদেশ তোমার
ফিরায়ে নাও চম্পক হার
চোরা বালি পড়বে ভেঙ্গে
ঘর কেন বাঁধাও ?
চোখের জলের কি আছে দাম
পাষাণীয়া দেশে
পরাণ দিয়া পরাণ হেথায়
পায়না তো কেউ শেষে
একটুখানি পাইলে বাতাস
বাঁশীও দেয় গানের হুতাশ
বুকের নিশাস দিলে সবি
হেথায় বিফল তাও॥

—অজয়

ইয়ে মায়া আনি জানি হ্যায়,
মায়াসে প্রেম্ না কর্না তুম্।
ইয়ে চল্তি ফির্তি ছায়া হ্যায়,
ছায়াসে প্রেম্ না কর্না তুম্।
ধন্ ঝুঠি এক কাহাণী হ্যায়, ধরতী পর
বহতা পাণী হ্যায়॥
মন ইস্সে মাত বহলানা তুম্ মাত ইসকে
ছলমে আনা তুম্।

—পান্নালাল শ্রীবাস্তব

সহজ মাটির সহজ শিশু
আয় রে আয়,
দুঃখ আছে প্রাণের তলে
কি দুখ তায় ?
ওদের আছে ইটের পাঁজা
তোদের আছে সবুজ তাজা
ওরা চিন্নুক হীরা মাণিক
তোরা চিনিস আপন মায়।
এই ধুলাতে রসের ধারা গোপন ছিল
তোদের ডাকে ফুলের শাখে
ধানের শীষে সাড়া দিল
এই আকাশের রোদে জলে
মানুষ হবি পলে পলে
হাসুক ওরা আঘাত দিয়ে
হাসবি তোরা সেই ব্যথায় ॥

—অজয়

NEW TALKIES LIMITED

শ্রী অমিয় মাধব সেনগুপ্ত কর্তৃক
নিউ টকীজের পক্ষ হইতে
সম্পাদিত ও প্রকাশিত

প্রচ্ছদপট, অলঙ্কারচিত্রণ ও পরিকল্পনা
শিল্পী- শ্রী আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও মুদ্রণ- শ্রী অজিত গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও, কলি: